36

06 JUL 1997

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 JUL 1997
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা

আমেরিকান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫ কোটি ৮০ লাখ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কিণ্ডারগারটেন থেকে শুরু করে হাইস্কুল, ছোট আকারের কলেজ ও বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। আমেরিকানরা তাদের নিজেদের ও ছেলেমেয়েদের জন্যে শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। সার্বজনীন শিক্ষা তাই জাতির অন্যতম ঐতিহাসিক লক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাক্ষরের একশ' বছরেরও আগে ম্যাসাচুসেটসে ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা আইন প্রণয়ন করে যে, সকল সম্প্রদায়কে স্কুল মাস্টার নিয়োগ করতে হবে এবং ছেলেমেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বড় শহরগুলোতে গ্রামার স্কুল স্থাপন করতে হবে। আমেরিকার প্রথম কলেজ হার্ভার্ড স্থাপিত হয় ১৬৬৩ সালে ম্যাসাচুসেটসে। দ্বিতীয় কলেজ উইলিয়াম অ্যান্ড মেরি স্থাপিত হয় ১৬৯৩ সালে ভার্জিনিয়ায়।

১৮৬২ সালে প্রণীত মোরিল অ্যাক্ট উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব আনে। এই আইনের আওতায় কৃষি ও কারিগরি কলেজ স্থাপন করার জন্যে প্রতিটি অংগরাজ্যকে ফেডারেল জমি দেওয়া হয়। এসব ফেডারেল জমির অনুদানের উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষাকে বিধিবদ্ধ করে তোলে।

১৮৬৫ সালে গৃহযুদ্ধের শেষ নাগাদ শিক্ষা সকলের কাছে সহজলভ্য হতে থাকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটি সুনির্দিষ্ট আমেরিকান সংস্কৃতির রূপ নিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দির শেষ এবং বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রে আগত বিপুল সংখ্যক অভি-বাসীদের 'আমেরিকান' বৈশিষ্ট্যে দীক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বস্তুতপক্ষে বিংশ শতাব্দির আমেরিকা হলো অনেকাংশে এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক সৃষ্ট জাতীয়তাবাদের ফসল।

সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো কোন জাতীয় প্রশাসন বা কাঠামো অনুপস্থিতি। ৫০টি অংগরাজ্যের প্রত্যেকেই নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। অধিকাংশ অংগরাজ্যে বিধান রয়েছে যে, ছয় বা সাত বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের ষোল বা সতের বয়স পর্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া করতে হবে। রাজ্য বিধান পরিষদ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ করে দেয় এবং স্থানীয় সমাজ সরকারি বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা করে থাকে। স্থানীয় সমাজ ১৫,৬০০ রাজ্য স্কুল জেলায় বিভক্ত।

কিন্তু আমেরিকান সরকারি বিদ্যালয়-গুলোতে কি শিক্ষা দেয়া হয়? সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষা নিয়ে নিরন্তর বিতর্ক চলছে এবং তা পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে সরকারি স্কুলগুলো পাঠ্যক্রম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এবং সনাতন তিনটি বিষয়- লেখা, পড়া এবং গণিতের উপর থেকে গুরুত্ব কমিয়ে ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর সংখ্যা সম্প্রসারিত করে। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি স্কুলগুলো আবার মৌলিক বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে থাকে। অনেক অংগরাজ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতকদের দক্ষতার মান যাচাইয়ের জন্যে পরীক্ষা নিতে শুরু করে। ১৯৮০-এর দশকে স্কুলগুলো কমপিউটার প্রযুক্তির মত দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্যে মৌলিক বিষয়গুলোর পরিপূর্বক হিসেবে নতুন কার্যক্রমের প্রবর্তন করে।

সমগ্র দেশে কোন অভিন্ন স্কুল সংগঠন বা পাঠ্যক্রম নেই। তবে কয়েকটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। স্কুলপূর্ব শিক্ষা, নার্সারি ও কিন্ডারগারটেন নিয়ে গঠিত। অবশ্য সাম্প্রতিককালে কিন্ডারগারটেড শিক্ষা প্রাথমিক শিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ১২টি ক্লাস নিয়ে গঠিত (এতে কিনডারগারটেন শিক্ষাকে ধরা হয়নি) এসব স্কুলে বছরে প্রায় দশ মাস, সপ্তাহে পাঁচ দিন এবং দৈনিক পাঁচ ঘন্টা ক্লাস হয়। প্রায় প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিদ্যা, রচনা লিখন, সংগীত, শিল্পকলা ও শরীর চর্চা অন্তর্ভুক্ত থাকে। অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলের মূল পাঠক্রমে ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিদ্যা ও শরীর চর্চা এবং সেই সঙ্গে বেশকিছু ঐচ্ছিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

প্রায় ৮৫ শতাংশ আমেরিকান ছাত্রছাত্রী রাজ্য ও স্থানীয় কর সহায়তাপ্রাপ্ত সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। অপর ১৫ শতাংশ ভর্তি হয় বেসরকারি স্কুলগুলোতে। এর জন্যে তাদের পরিবারকে বিশেষ বেতন দিতে হয়। বেসরকারি স্কুলগুলোর চার পঞ্চমাংশ পরিচালিত হয় গির্জা, সিনাগগ ও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা।

এছাড়া কারিগরি প্রশিক্ষণ ও স্কুলে মধ্যহ্ন ভোজের মত বিশেষ কার্যক্রমের জন্যে স্কুলগুলো বহু বছর ধরে ফেডারেল সাহায্য পেয়ে আসছে। ১৯৬৫ সালে কংগ্রেস সরকারি স্কুলগুলোর জন্যে ফেডারেল সাহায্যের উপর ভিত্তি করে বড় ধরনের একটি কার্যক্রম অনুমোদন করে এবং প্রথম বারের মত বেসরকারি স্কুলগুলোর জন্যে ফেডারেল সহায়তা দেয়া হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষার পথে পা বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হাইস্কুলের স্নাতকদের সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ১৯৬০ সালে যেখানে ছিল ৪০·৪ সেখানে ১৯৮৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪·৮ শতাংশ। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কারিগরি শিক্ষা বিদ্যালয়, যেগুলোতে কেশ চর্চা থেকে শুরু করে কমপিউটার প্রোগ্রামিং পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে আরো আছে কমিউনিটি কলেজ। এসব কলেজে কিছু ছেলেমেয়েদের দুই বছরের আধা পেশাদার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দুই বছরের স্নাতক ডিগ্রি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক বা একাধিক কলেজ এবং গ্রাজুয়েট স্কুল থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে মাস্টার্স অথবা ডক্টরাল ডিগ্রি দেয়া হয়। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নির্ভর করে তার ফ্যাকাল্টির মান, গবেষণা, সুবিধার মান, ভর্তির জন্যে আবেদনকারীদের সংখ্যা এবং যোগ্যতা। —ইউসিস।